Press Release

বাংলাদেশী প্রজননক্ষম নারীদের অপুষ্টি একটি দ্বৈত স্বাস্থ্য সমস্যা: দেশে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম ও নীতির পুনর্মূল্যায়ন

ঢাকা, ১৬ আগস্ট ২০২২

আজ আইসিডিডিআর,বি মহাখালী ক্যাম্পাসে ড্যাটা ফর ইম্প্যাক্ট (D4I) এবং আইসিডিডিআর,বি যুগ্মভাবে সাংবাদিকদের সাথে একটি সভার আয়োজন করেছে যেখানে বাংলাদেশের প্রজননক্ষম নারীদের পুষ্টির অভাব কেন একটি দ্বৈত স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং দেশের মা ও শিশু বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম এবং নীতির একটি পুনর্মূল্যায়ন এখন প্রয়োজন। সভায় গত এক দশকের বিডিএইচএস ডেটাসেটের মাধ্যমিক বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে নীতি সংশ্লিষ্ট সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তগুলো উপস্থাপন করা হয়, যা দেশে প্রজনন বয়সের মহিলাদের পুষ্টির অবস্থার একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

২০০৭-২০১৭ সালের মধ্যে, মানুষের উন্নয়নের বিভিন্ন মাত্রাতেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, বাংলাদেশের নারীদের (১৫-৪৯ বয়সীদের মধ্যে) পুষ্টির স্বল্পতার হার (৩০% থেকে ১২%-এ নেমে এসেছে) লক্ষণীয় মাত্রায় কমে যাওয়ার প্রবণতা যেমন দেখা যাচ্ছে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে, অতিরিক্ত ওজন/স্থুলতার প্রবণতাও (১২% থেকে ৩২%) বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, যদিও নারীদের মধ্যে অপুষ্টি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে কিন্তু অন্যদিকে নারীদের মধ্যে সুপুষ্টির হার আগের মতোই আছে- ২০০৭ সালে ৫৮% এবং ২০১৭-১৮ সালে ৫৬%। আমরা যদি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে চাই, বাংলাদেশে আনুমানিক ১ কোটি ৭০ লক্ষ নারী (যাদের বয়স ১৫-৪৯ বছরের মধ্যে) অপুষ্টিতে ভুগছে, যার মধ্যে ৫০ লক্ষ নারীর ওজন কম, এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ নারী স্থুলকায়। এই অবস্থা চলতে থাকলে, ২০৩০ সাল নাগাদ ৪৬% বিবাহিত প্রজননক্ষম নারী স্থুলকায় হবে।

প্রজননক্ষম নারীদের মধ্যে ওজন বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়, কারণ বাংলাদেশে বছরে আনুমানিক ৩.৪ মিলিয়ন শিশুর জন্ম হয়, এবং এর মধ্যে আনুমানিক ০.৯ মিলিয়ন শিশুর জন্ম হয় স্থুলকায় নারীর গর্ভ থেকে এবং ০.৫ মিলিয়ন শিশুর জন্ম হয় কম ওজনের নারীর গর্ভ থেকে। বর্তমান এই অপুষ্টির অবস্থা চলতে থাকলে, গর্ভধারণ এবং শিশুর জন্ম এই দুটিই স্থুলকায় নারীর গর্ভ থেকে বেশী হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এই দুই ধরণের অপুষ্টিই মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। কম ওজনের গর্ভবতী নারীর রক্তশুন্যতা, প্রসবপূর্ব/প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ, অকালে ঝিল্লি ফেটে যাওয়ার প্রবণতা বেশী হয়ে থাকে।

অন্যদিকে, মা যদি স্থুলকায় হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রসবকালীন বিভিন্ন জটিলতা, যেমন গর্ভাবস্থার ডায়াবেটিস, গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপ, সিজারিয়ান শিশুর জন্ম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বুকের দুধ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা যায় যেমন, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করানোর হার কম হওয়া, বুকের দুধ খাওয়ানোর

সময়কালও কমে যাওয়ার প্রবণতা বেশী পরিলক্ষিত হয়। এই সবগুলো কারণই নবজাতকের বেঁচে থাকার, বেড়ে ওঠার এবং বড় হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকারের পুষ্টি বিষয়ক তিনটি নীতির বিভিন্ন নথি, the Bangladesh National Strategy for Maternal Health 2019–2030, the National Nutrition Policy 2015, and the Second National Plan of Action for Nutrition 2016–2025, পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে বর্তমান নীতি মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত কিন্তু তা শুধুমাত্র একটি অংশকে তুলে ধরেছে। সার্বিকভাবে মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। এখানে মূলত মায়ের ওজন কম হলে কি কি জটিলতা তৈরি হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় নীতিতে পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি, জাতীয় নীতি প্রাক-গর্ভধারণ, গর্ভাবস্থা এবং প্রসবোত্তর প্রজননক্ষম নারীদের এই অপুষ্টির দ্বৈত স্বাস্থ্য সমস্যাকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে, তাহলেই মা ও শিশুর সর্বোত্তম সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ইউএসএআইডি-র সিনিয়র রিসার্চ, মনিটরিং, ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড লিনিং অ্যাডভাইজার ড. কান্তা জামিল; নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর সাইকা সিরাজ; আইসিডিডিআর,বি-র ম্যাটার্নাল অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ ডিভিশনের (এমসিএইচডি) সিনিয়র ডিরেক্টর ড. শামস্ এল আরেফিন এই সভায় সাংবাদিকদের সাথে তাঁদের মুল্যবান মতামত আদান-প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছেন। কিভাবে আমরা এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারি সে বিষয়ে তাঁরা মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন।

ইউএসএআইডি-র কান্তা জামিল বলেন, “আমরা দেখছি যে নীতিতে একটি বিচ্যুতি রয়েছে, তবে, আমাদের এটিও মনে রাখতে হবে যে, প্রজননক্ষম বয়সের বিবাহিত নারীদের মধ্যে কম ওজন থেকে অতিরিক্ত ওজনের ক্রসওভারটি ২০১২ সালের দিকে শুরু হয়েছিল এবং ২০১৭-১৮ বিডিএইচএস-এ এই ব্যবধানটি আরও দৃশ্যমান। এখন আমাদেরকে অবশ্যই পরবর্তী কর্মসূচির পরিকল্পনা করতে হবে এবং এই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনে নীতিগুলো সংশোধন করতে হবে”।

সাংবাদিকবৃন্দের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর সাইকা সিরাজ বলেন, “অতিরিক্ত ওজনের বা স্থুলতার প্রভাব একটি দূরবর্তী সমস্যা নয় যা শুধুমাত্র বয়স্ক জনগোষ্ঠির ক্ষতি করবে। এটি আমাদের মা এবং শিশুদেরকে প্রভাবিত করছে এবং একটি আন্তঃপ্রজন্ম চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। পুষ্টি একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়, যার জন্য বহু খাতের সমন্বয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তাই আমাদেরকে এর ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং সমাধানের পথ খুঁজতে হবে”।

ড্যাটা ফর ইমপ্যাক্ট (D4I)-এর কান্ট্রি লিড ড. মিজানুর রহমান এধরনের কাজে সহযোগিতা করার জন্য ইউএসএআইডি বাংলাদেশ-কে ধন্যবাদ জানান এবং এই বিষয়ে আরও সোচ্চার হওয়ার জন্য গণমাধ্যমের সদস্যদেরকে অনুরোধ করেন।

বিশেষজ্ঞরা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জোর দেন ১) কৈশোর থেকেই অপুষ্টির উভয় দিক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এবিষয়ে কথা আলোচনা করতে হবে, ২) প্রসবকালীন বিভিন্ন যত্নের প্রবর্তন করতে হবে, ৩) সঠিক ও

সুরক্ষিতভাবে নবজাতক ও কম বয়সী শিশুদেরকে খাওয়ানোর উদ্যোগকে জোরদার করতে হবে, ৪) প্রক্রিয়াজাত খাবারের বাজার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ৫) স্কুল ও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এই আলোচনা সভা ড্যাটা ফর ইম্প্যাক্ট (D4I), নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালড, চ্যাপেল হিল; এবং আইসিডিডিআর,বি যুগ্মভাবে পরিচালনা করেছে এবং এতে সহায়তা করেছে ইউএসএআইডি। টেকনিক্যাল রিপোর্টের ফলাফল সুস্মিতা খান, নলেজ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স স্পেশালিষ্ট ড্যাটা ফর ইম্প্যাক্ট (D4I), নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়, চ্যাপেল হিল এবং মঈনুদ্দিন হায়দার, সহযোগী বিজ্ঞানী, এইচএসপিএসডি, আইসিডিডিআর,বি উপস্থাপন করেছেন।

টেকনিক্যাল রিপোর্ট- এর ফলাফলের সংক্ষিপ্ত এই লিঙ্ক-এ পাওয়া যাবে।
(https://www.data4impactproject.org/publications/the-double-burden-of-malnutrition-among-bangladeshi-women-rethinking-the-countrys-maternal-and-child-health-programs-and-policies/).

আরও তথ্যের জন্য, যোগাযোগ করুন : shusmita@email.unc.edu or 01713209091

NOTES TO EDITORS

About icddr,b:
আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশে অবস্থিত একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে সকল মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে তাদের কিভাবে স্বল্প খরচে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব সে বিষয়ে গবেষণা করে এবং এর কার্যকারিতা নিয়ে বলিষ্ঠ প্রমাণ দেয়। গবেষণা ও চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের জীবন বাঁচায় আইসিডিডিআর,বি।

About D4I:
ড্যাটা ফর ইম্প্যাক্ট (D4I), ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)-র থেকে অর্থায়ন পেয়েছে যা মেজার ইভ্যালুয়েশন-এ সহকারী পুরস্কারপ্রাপ্ত যা এখন পর্যন্ত প্রমাণ তৈরি করে যাচ্ছে যা হেলথ সিস্টেম এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামকে কার্যকর করতে সাহায্য করে। ড্যাটা ফর ইম্প্যাক্ট (D4I), বিভিন্ন দেশকে সাহায্য করে উচ্চমানের ড্যাটা তৈরি করতে এবং তাঁদের প্রোগ্রাম, পলিসি, এবং স্বাস্থ্য ফলাফলে ব্যবহার করতে। স্থানীয় সহযোগীরা যেন এই সব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও ব্যবহার করতে পারে সেজন্য তাঁদের টেকনিক্যাল এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।